Journal of Teacher Education, Vol. 8, No. 1, 111-124, 2023 **ISSN 1812-7517**

মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শন: বর্তমান সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা

উজ্জ্বল কুমার*

সারসংক্ষেপ

দর্শনের মূখ্য বিষয় হলো মানবীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। শিক্ষা হলো উপায় যার সাহায্যে নানা ধরনের মানবীয় সমস্যা থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়। তাই দার্শনিক সমস্যা সমাধানে শিক্ষা উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শিক্ষাদার্শনিকগণ সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, জ্ঞান, নৈতিকতা, ও পরিবেশ সকল কিছুর সাথে সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হিসেবে শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন। প্রচলিত শিক্ষাদার্শনিকদের ন্যায় মহাত্মা গান্ধীও শিক্ষার মাধ্যমে মূর্ত ও বিমূর্ত মানবীয় সমস্যা সমাধান সূত্র খুঁজেছেন। গান্ধীর নৈতিক দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হলো চরিত্র গঠন। চরিত্র গঠন হলো একটি বিমূর্ত প্রত্যয়। এইরূপ বিমূর্ত প্রত্যয়ের মূর্তায়ন সম্ভব হতে পারে সত্যবাদিতা, সহনশীলতা, বিনয়, ভালোবাসা, ইত্যাদি মূল্যবোধগুলোকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে। এই মূল্যবোধগুলি গান্ধী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমাজ দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হলো 'সর্বোদয়' সমাজ গঠন। 'সর্বোদয়' সমাজ গঠনের অন্যতম উপায় ছিল কায়িক শ্রম দ্বারা চালিত শিক্ষা ব্যবস্থা। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো 'পূর্ণস্বরাজ'। এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও গান্ধীর 'আত্মনির্ভর' শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ তিনি কায়িক শ্রম দ্বারা চালিত শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী বা স্বাধীন করে তুলতে চেয়েছিলেন। সর্বোপরি ব্যক্তির অধিবিদ্যক লক্ষ্যটিও তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে অর্জন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে জীবনের লক্ষ্য ও শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বর্তমান প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শনের এই সকল দিক ব্যাখ্যা করা এবং বর্তমান সময়ে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সাথে তার শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: *শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, অহিংসা, ও আত্মউপলব্ধি।*

শিক্ষা এমন একটি প্রত্যয় যা দর্শন বিষয়টির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার বিষয়টি লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ কিছু প্রশ্ন আছে। যেমন: শিক্ষার অর্থ কি? লক্ষ্য কি? শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন ধরনের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা উচিত? শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করা নাকি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধন করা নাকি উভয়টি করা? এগুলো যেমন শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা তেমনি এগুলো দার্শনিক সমস্যা হিসেবেও বিবেচিত এবং শিক্ষাদর্শন এই সকল বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করে। দর্শন মূলত মানবীয় সমস্যা, সেটি হতে পারে ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত, চিহ্নিতকরণ করে এবং সেই সাথে সমস্যা থেকে পরিত্রানের পথ বলার চেষ্টা করে। ঠিক তেমনি শিক্ষাও মানবীয় সমস্যা নিয়েই আলোচনা করে। যার কারণে দার্শনিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মহাত্মা গান্ধী শিক্ষাকে উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। বিশেষ করে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে । চরিত্র গঠন করা ছিল মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি। চরিত্র একটি বিমূর্ত প্রত্যয় হলেও সত্য বলা, অন্যের প্রতি বিনয়ী হওয়া, সৎ আচার-আচরণ করা ইত্যাদি গুণগুলো জীবনে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে চরিত্রের

* সহকারি অধ্যাপক (দর্শন), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

মূর্ত রূপ দেওয়া ও বাস্তবায়ন করা যায় বলে গান্ধী মনে করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে তিনি এই গুণগুলোকে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমাজদর্শন ও রাজনৈতিক দর্শনের মূল লক্ষ্যই ছিল কায়িক শ্রম দ্বারা চালিত শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর করে স্বাবলম্বী করা। এর সাথে সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। গান্ধীর কাছে শিক্ষার লক্ষ্য ও জীবনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। বর্তমান প্রবন্ধে আমি মহাত্মা গান্ধীর এই শিক্ষাদর্শন নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সাথে সাথে তাঁর শিক্ষাদর্শন বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে কতখানী প্রাসঙ্গিক তা আলোচনা করব।

গবেষণার উদ্দেশ্য: এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো গান্ধীর শিক্ষাদর্শন পর্যালোচনা করা। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সাথে গান্ধীর শিক্ষাচিন্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা।

গবেষণার পদ্ধতি: আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণী পদ্ধতির মাধ্যমে তত্ত্বসমূহ পর্যলোচনা করা হয়েছে। তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে উভয় বিষয়বস্তুর মধ্যকার পর্যাপ্ত যুক্তি প্রদর্শন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। সর্বোপরি, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণী, এবং তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। গান্ধীর শিক্ষাচিন্তার মৌলিক লেখাসমূহ অনুসন্ধান করা এবং এই সম্পর্কিত গবেষণার বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণাটির প্রচেষ্টা হলো গান্ধীর শিক্ষাচিন্তার বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতা যাচাই।

মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শন:

মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষা চিন্তা (হস্ত ও কুটীর শিল্পের মাধ্যমে ভারতীয় শিশুদের আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলা) আলোচনার পূর্বে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাঁর মনোভাব কেমন ছিল সেই বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন।

ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি গান্ধীর মনোভাব:

মহাত্মা গান্ধী মনে করতেন ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় ব্যক্তি কিংবা সমাজের প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্মিত হয়নি বরং ব্রিটিশ মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নির্মিত বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা যা ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী। তিনি মনে করতেন বৃটিশ মূল্যবোধ এক ধরনের জড়বাদী চিন্তার ফসল যা দৈহিক সুখের উপর গুরুত্ব দেয় এবং জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আধ্যাত্মিকতাবে গুরুত্বহীন মনে করে। বৃটিশরা এই দৈহিক সুখ লাভের উপায় হিসেবে 'কাম' ও 'অর্থ' কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল এবং ধর্ম ও মোক্ষ বৃটিশ সভ্যতায় গুরুত্বের সাথে স্থান পায় নি। তারা প্রায়োগিক লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। গান্ধী অনুসরণে বলা যায় চার্বাক ব্যতিত ভারতীয় সংস্কৃতি মূলত আধ্যাত্মবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা বৃটিশ ব্যবস্থার পরিপন্থি। যার ফলে গান্ধী মনে করেন ভারতীয়দের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ। তাই বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, "I did not believe in the existing system of education, and I had a mind to find out by experience and experiment the true system" (Gandhi,1953:176).

গান্ধী বিশ্বাস করতেন, যে শিক্ষা ব্যবস্থা জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই জড়বাদী চিন্তার মূলে আছে স্থূল সুখ। এই স্থূল সুখ মানুষের মধ্যে আত্ম-কেন্দ্রিকতা, প্রতিযোগিতা, বিলাসিতার মত বিষয়কে জন্ম দেয়। যে বিষয়গুলো পরার্থপরতাকে স্বীকার করে না।

গান্ধী শুধুমাত্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না, বরং একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তাই তিনি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দিকের উপর গুরুত্ব দেন নি সাথে সাথে বাস্তবায়নের জন্য নানান কর্মসূচির কথাও বলেন। আদর্শ সমাজ কিংবা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন এবং সাথে সাথে নানান কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন গান্ধী। আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কিত তার তত্ত্ব হলো 'সর্বোদয়' এবং এই লক্ষ্যে পৌছানোর উপায় এর নাম দেন 'সত্যাগ্রহ'। তার লক্ষ্য ছিল বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তিনি মনে করতেন যে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য উপায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন উপায় যদি যথার্থ না হয় তবে সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। গান্ধী উন্নত রাষ্ট্র গঠনের জন্য উপায় হিসেবে শিক্ষাকে গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা একমাত্র প্রত্যয় যা নিঃশব্দভাবে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম। জন রলস্ এর 'Justice as fairness' এর নীতিতত্ত্বের প্রতিফলন গান্ধীর "সর্বোদয়" নীতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রলস্রের মত গান্ধীও উপযোগনীতির বিরোধীতা করেন। গান্ধীর মতে, "A victory of Ahimsa cannot subscribe to the utilitarian formula (of the greatest good of the greatest number). He will strive for the greatest good of all and die in the attempt to realize the idea" (Gandhi, 1947:56).

গান্ধী সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল বিধানের নীতির পরিবর্তে সমস্ত মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল বিধানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ন্যায়পরায়ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সমস্ত মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল নিশ্চিত করতে হবে। আর এই লক্ষ্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় হলো বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা। গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে একটি সুশৃঙ্খলিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যার ভিত্তি হলো ন্যায়পরায়নতা।

শিক্ষার অর্থ সম্পর্কে গান্ধীর মত:

শিক্ষা এমন একটি প্রত্যয় যাকে এক কথায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কোন অগ্রগতির ধারণাকে পূর্বানুমান করে নেয় শিক্ষা। অগ্রগতি বলতে মূলত একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উত্তরণকে বুঝায়। আর এই অগ্রগতি ব্যক্তি বা সমাজ উভয়ের হতে পারে। ব্যক্তি নিয়েই সমাজ গঠিত হয়। ব্যক্তি ছাড়া সমাজ শূন্য আর সমাজ ছাড়া ব্যক্তি অকল্পনীয়। গান্ধী বিশ্বাস করতেন ব্যক্তির মঙ্গলের মধ্য দিয়ে সামাজিক মঙ্গল নির্দিষ্ট হয়। শিক্ষার অর্থ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "By education I mean an all-round drawing out of the best in child and man-body, mind and spirit" (Gandhi,1951:38).

গান্ধীর দেয়া শিক্ষার সংজ্ঞায় শিক্ষাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। ব্যক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে তিনি সামাজিক বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তার সর্বোদয় আদর্শ তারই প্রতিফলন।

গান্ধীর মতানুসারে শিক্ষার লক্ষ্য:

বিভিন্ন দার্শনিক কিংবা দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য কি এই বিষয়ে মতভেদ আছে। লক্ষ্য হলো এমন একটি বিষয় যার দিকে ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র ধাবিত হচ্ছে। অর্থ্যাৎ লক্ষ্য হল নিশ্চল কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় বা পথ হলো সচল। আর লক্ষ্যে পৌছানোর উপায় হলো শিক্ষা। অর্থ্যাৎ শিক্ষা হলো একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। তিনি শিক্ষার চরম শাশ্বত লক্ষ্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন মোক্ষ বা ঈশ্বর উপলদ্ধিই মানুষের শেষ লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সত্য, শিব, ও সুন্দরের আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চরিত্র গঠন করতে হবে। তাহলেই মোক্ষ কিংবা ঈশ্বর উপলদ্ধিই সম্ভব। গান্ধীর মতে, "To develop the spirit is to build character and to enable one to work towards a knowledge of God and self-realization. And I held that this was an essential part of the training of young, and that all training without culture of the spirit was of no use, and might be even harmful"(Gandhi, 1953:179).

তবে গান্ধী সত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রেক্ষিতকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অর্থ্যাৎ তিনি আপেক্ষিক সত্যকে স্বীকার করেছিলেন। মানুষ তার নৈতিক অবস্থান অনুযায়ী সত্যকে স্বীকার করবে। আর এটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। গান্ধীর ভাষায় ".....I am always true from my point of view, and am often wrong from the point of view of my honest critics. I know that we are both right from our respective point of view.... I very much like this doctrine of manliness of reality" (Gandhi, 1955:11).

আবার, গান্ধী মনে করেন জীবনের জন্য জীবিকার প্রয়োজন। জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করা শিক্ষার চরম বা শাশ্বত লক্ষ্য না হলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষা জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করে। গান্ধী তাঁর শিক্ষা দর্শনে শুধুমাত্র পরাতাত্ত্বিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন নি এর সাথে সাথে তিনি বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরও জোর দেন। যা সরাসরি শিক্ষার্থীর জীবিকা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষা ব্যক্তির প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করবে, আর এই শিক্ষার প্রকৃতি হবে হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করবে। এর ফলে শিশু যেমন নিজের ব্যয় নিজে নির্বাহ করবে তেমনি ভবিষ্যৎ জীবনেও সে কোন কিছু করার জন্য উপযোগী হবে। গান্ধীর মতে, "I came to the conclusion that not vocation cum literary training but literary training through vocational training, was the thing. Then vocational training would cease to be drudgery and literary training would have a new content and new usefulness" (Gandhi,1951:9). অর্থ্যাৎ তাঁর শিক্ষাদর্শনে প্রায়োগিক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। আর এই প্রয়োগিক শিক্ষাদর্শন কতকগুলো মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন: আত্মনির্ভরশীল, স্বাবলম্বী, স্বাধীনতা ইত্যাদি। এই নীতিগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও এগুলো সমাজকেন্দ্রিক বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নীতিকেও পূর্বানুমান করে নেয়। গান্ধী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা দর্শনে হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন। শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যয় রাষ্ট্র কিংবা অভিভাবককে বহন করতে হবে না, শিক্ষার্থী নিজেই বহন করবে। অর্থ্যাৎ শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী করা। শিক্ষার্থী শিক্ষার সাথে সাথে উপার্জন করবে। যার ফলে সে স্বাবলম্বী হবে এবং স্বাবলম্বী হলেই শিক্ষার্থী আত্মনির্ভরশীল হবে। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিই স্বাধীন।

সার্বজনীনতার নীতি অন্তর্ভুক্তির নীতিকে পূর্বানুমান করে। গান্ধী বিশ্বাস করতেন যদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো যায় যে ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী করবে তাহলে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে শিক্ষার আঙ্গিনায় আনা সম্ভব হবে। তখন সম-সুযোগের নীতিও কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। আর এই অন্তর্ভুক্তির ও সার্বজনীনতার নীতিই হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। কারণ গণতন্ত্রই সমতার কথা বলে। গান্ধী হস্তশিল্প শিক্ষার মাধ্যমে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা দাড় করাতে চেয়েছিলেন যা সমাজের সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে কোথাও তিনি কর্তৃত্ববাদ স্বীকার করেন নি। তিনি কখনও চাননি উপর থেকে কেউ জনগণকে শাসন করুক। তৃণমূল পর্যায় থেকে গণতন্ত্রের চর্চার পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন জনগণের দ্বারাই জনগণের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। যাকে তিনি গ্রামস্বরাজ নাম দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রামগুলি স্বাবলম্বী হবে অর্থ্যাৎ নিজেদের কাজ নিজেরা করবে তবেই গ্রামগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা থাকবে। তাঁর মতে, “In this structure composed of innumerable villages there will be every widening, never ascending circles. Life will not be a pyramid with the apex sustained by the bottom. But it will be an oceanic circle whose center will be the individual always ready to perish for the village, the latter ready to Perish for the circle of villages, till at last the whole becomes one life composed of individuals, never aggressive in their arrogance but ever humble, sharing the majesty of the oceanic circle of which they are integral units”(Gandhi,1959:9).

অর্থ্যাৎ বলা যায় গান্ধী সামাজিক বিন্যাস স্বীকার করলেও এর সাথে সাথে গণতান্ত্রিক মূল্যকেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্লেটোর সাথে গান্ধীর শিক্ষা দর্শনের পার্থক্য হলো প্লেটো বিশেষ শ্রেণিকে শিক্ষিত করার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু গান্ধী সকলকে শিক্ষিত করার পক্ষপাতি। ফলে তিনি যে কায়িক শ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবহার করা বলেছিলেন তা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় বরং এটি রাষ্ট্র বা সমাজকেন্দ্রিকও।

গান্ধীর মতে যথার্থ বা প্রকৃত শিক্ষা:

ভারতে বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি অযথার্থ বলেছিলেন কারণ তিনি মনে করতেন এটি জড়বাদকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা। গান্ধীর মতে, যথার্থ শিক্ষার ভিত্তি হবে আধ্যাত্মবাদ। আধ্যাত্মবাদ হলো আত্মা সম্পর্কিত তত্ত্ব। আত্মাকে উপলব্ধি করাই এই আধ্যান্তবাদের উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিকতা উদ্দেশ্য ও উপায় উভয়ই। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আধ্যাত্মিকতাকে ব্যাখ্যা করেন তাঁর ‘Hinduism’ প্রবন্ধে। তাঁর মতে “........the power by which we acquire the knowledge of God is not logical thought, but spirit, for spirit can only be spiritually discerned” (Radhakrishnan, 1975:68).

গান্ধীও আত্মাকে উদ্দেশ্য ও উপায়রূপে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন “আত্মশুদ্ধি” না হলে আত্ম-উপলব্ধি সম্ভব নয়। অর্থ্যাৎ তাঁর কাছে নৈতিক আধ্যাত্মিকতা ছিল পরাতাত্ত্বিক আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি। আর সত্য হলো মানব জীবনের চরম ও পরম কাম্যবস্তু। আর এই সত্য লাভের উপায় হলো অহিংসা। গান্ধীর মতে, “Ahimsa and Truth are so interwined that is practically impossible to disentangle and separate them. They are like the two sides of a coin, or rather a smooth unstamped metallic dise” (Gandhi,1932:7).

এই সত্য লাভের অর্থ হল আত্ম-দর্শন বা আত্মোপলব্ধি। আর এই উপলব্ধির জন্য আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন যা অহিংসার মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় বলে গান্ধী মনে করতেন।

ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি সত্য, প্রেম, ভালোবাসা, সমতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শোষণহীন অহিংস গণতান্ত্রিক সমাজ তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে গ্রামস্বরাজ এর ধারণার কথা বলেছিলেন সেটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ব্যক্তিকে যদি নৈতিকভাবে শক্তিশালী না করা যায় তাহলে সমাজ তথা রাষ্ট্র মুখ থুবরে পড়বে। তাঁর মতে, "This society must naturally be based on truth and non-violence, in my opinion, are not possible without a living belief in God meaning self-existent" (Gandhi,1959:9).

তিনি মূলত নৈতিক আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করেই সামাজিক ও রাজনৈতিক আধ্যাত্মিকতায় পৌছাতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন সত্য, অহিংসা বাদ দিয়ে স্বরাজ অর্জন সম্ভব নয়। ব্যক্তির সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক সত্তার উত্তরণ সম্ভব না হলে "স্বরাজ" লাভ সম্ভব নয়। আর শিক্ষাই এই সত্তাগুলোকে ব্যক্তির মধ্যে বিকাশ লাভে সাহায্য করে। যার কারণে গান্ধী আধ্যাত্মিকতাকে শিক্ষার যথার্থ ভিত্তি মনে করতেন।

গান্ধীর শিক্ষা দর্শনের প্রকৃতিঃ

গান্ধী যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিলেন তাকে ভারতের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যায়। জাতীয় বলা যায় এই অর্থে যে, তিনি যা কিছু ভারতীয় যে সমস্ত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছিলেন। যার কারণে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়,

"Indian languages, Indian literature, Indian History, Indian Philosophy are the centre of interest, and foreign cultures take a secondary place. National education also means that the interest of India as a whole are put before any sectional interest, whether provincial or sectarian" (Misra, 2005:28). এই বুনিয়াদী শিক্ষা চিন্তার মূল বিষয় ছিল শিল্প ভাবনা। আর এই শিল্প বলতে কুটির শিল্পকে বুঝায়। যার প্রতীক হলো চরকা। চরকাকে তিনি ভারতীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিত্তি বলে মনে করেছিলেন এবং সাথে সাথে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি চিরাচরিত ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে কুটির শিল্প তথা হস্তশিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমে এই শিল্পের প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার মূল পাঠ্যক্রম হিসেবে হস্তশিল্পকে নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষা কোন জীবন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার সাথে যেন জীবন ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। ফলে তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে গ্রাম। কৃষি এবং কৃষির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিল্পই তাঁর শিক্ষা দর্শনে অগ্রাধিকার পেয়েছে। শিক্ষার সাথে জীবনের যদি কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে শিক্ষার কোন উপযোগীতা থাকে না এবং জীবন হয়ে ওঠে নির্জীব। তাঁর শিক্ষা চিন্তা এক ধরনের সার্বিকতাকে দাবী করে। তিনি যে শিক্ষার কথা বলেন সেটি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। রাজামল পি. দেবাদাস এবং ভি রাজম তাদের প্রবন্ধ "Gandhian philosophy of Higher Education" এ দাবী করেন ".......the 'New Education' which Gandhiji advocated was not only a new

method of education, but also a new philosophy of life for which he lived and gave his life. It stands for the dignity of all aspects of human work" (Devadas & Rajam, 2005:101). ফলে বলা যায় তাঁর শিক্ষাদর্শনে একদিকে যেমন আধ্যত্মিকতার ছোঁয়া পাই তেমনি অন্য দিকে জীবনের মূর্ত সমস্যাগুলিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি। তাঁর শিক্ষা চিন্তা সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনেও ওতপ্রোত অঙ্গ। তিনি সর্বোদয় সমাজ গঠনের উপায় হিসেবে শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন।

Hindustani Talimi Sangh কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ 'Foundation of living' এ গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়- "The new vision, the new idea upon which Gandhiji built his whole programme of sarvodaya, is that the whole of our living, including our schooling, must be in harmony with this high estimate of the dignity of human life" (Misra, 2005:30).

হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করেই গান্ধী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন। হস্তশিল্পের মাধ্যমে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, "The whole of elementary arithmetic can be thought through the counting of yards of spinning, finding out the count of yard, making up of hanks, getting it ready for the weaver, the number of cross threads in the warp to be put in of particular textures of cloth and so on. ..... All would have their mechanics and history and mathematics correlated to them" (Gandhi,1951:11).

তিনি গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি থেকে এক ধরনের নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতির সূচনা করেছিলেন এবং এর লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজ জীবনের সংস্কার সাধন করা। তাঁর ভাষায়, "My plan to impart primary education thought the medium of village handicrafts like spinning and carding etc. is thus conceived as the spearhead of a silent social revolution fraught with the most far-reaching consequences" (Gandhi,1962:275).

নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি সমাজে যে সব মন্দ দিক আছে সেগুলোকে দূর করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনে বৌদ্ধিক শ্রমের পাশাপাশি শারীরিক শ্রমকেও খুব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সকল ধরনের শ্রমকে সম-মর্যাদা দানের ফলে সমাজে যে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ তা আস্তে আস্তে দূর হবে। তাঁর ভাষায়ঃ "It will provide a healthy and moral basis of relationship between the city and the village and thus go a long way towards eradicating some of the worst go a long way towards eradicating some of the worst evils of the present social insecurity and poised relationship between the classes" (Gandhi,1962:275). এই ধরনের শিক্ষা চিন্তা সমাজ জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে বিশেষ করে নৈতিক অধঃপতন কিংবা স্বার্থপরতার মত বিষয়গুলোকে দূর করতে সক্ষম হয়। গান্ধীর শিক্ষাদর্শনে উচ্চ শিক্ষার বিষয়টি ছিল ব্যতিক্রমী চিন্তার ফসল। তিনি চেয়েছিলেন রাষ্ট্র উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বহন করবে না কারণ হিসেবে তিনি দেখান যে, উচ্চ শিক্ষা জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে না। তবে এটি চিন্তা করার কারণ হলো তিনি মনে করতেন বৃটিশ সরকার প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষা জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে না। তবে মাতৃভাষার মাধ্যমে যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ

করবে তাদের শিক্ষার ব্যয় রাষ্ট্র বহন করবে। তাঁর মতে, "I would revolutionize college education and relate it to national necessities. There would be degrees for mechanical and other engineers. They would be attached to the different industries which should pay for the training of the graduate as they need. Thus, the totals would be expected to run college for training engineers under the super vision of the state"(Gandhi, 1953:75). তিনি উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ভার শিল্পপতিদের উপর ন্যস্ত করার কথা বলেন। উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে জাতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়ভার তিনি শিল্পপতিদের উপর ছেড়ে দেন। তাহলে প্রশ্ন হলো এক্ষেত্রে তাহলে জনগণের কল্যাণের বিষয়টি অবহেলিত হয়ে যাবে কারণ শিল্পপতিরা শিল্পের স্বার্থ চরিতার্থ করার চিন্তা করবে। ফলে বলা যায় গান্ধীর উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষা চিন্তা একমুখী। তাছাড়া তিনি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং কলাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর মতে, "It is my firm convietion that the vast amount of so called education in arts given in our colleges, is shed waste and has resulted in unemployment among the educates class" (Gandhi,1953:77). গান্ধী প্রকৃতপক্ষে শিশুর ক্ষেত্রে উপার্জনমুখী শিক্ষার কথা বলেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন। যার কারণে কলা কিংবা সাংস্কৃতিক দিকটি পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছে তাঁর উচ্চ শিক্ষার চিন্তার ক্ষেত্রে। ফলে বলা যায় যে, তাঁর উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তা প্রয়োগিক হলেও বাস্তবসম্মত নয়।

গান্ধীর শিক্ষার ভাবনার পর্যালোচনা:

আমরা যদি গান্ধীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত আদর্শকে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে শিক্ষাদর্শের কোনও বিরোধ নেই। শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেমন ব্যক্তির অগ্রগতি নিশ্চিত হয়, তেমনি শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে চাই। শিক্ষা যেমন ব্যক্তির অগ্রগতির সহায়ক তেমনি তা সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য লাভের উপায়ও বটে। গান্ধীর শিক্ষা পরিকল্পনাও সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য লাভের উপায়ও বটে। তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল স্বরাজ এবং এই লক্ষ্য তিনি অর্জন করতে চেয়েছিলেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে। তাই আমরা যদি তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যথার্থভাবে পর্যালোচনা না করি তাহলে তাঁর শিক্ষাদর্শনকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা হয়ত সম্ভব হবে না। কারণ তাঁর শিক্ষাদর্শন, রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমরা গান্ধীর শিক্ষাদর্শনে একটি সমন্বয়ধর্মী প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। অর্থ্যাৎ ব্যক্তির অগ্রগতি-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। এখানে ব্যক্তি মূল্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। আবার চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না, যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হলেও সমাজ জীবনে ব্যক্তির উপর বাধ্যবাধকতা থেকেই যাচ্ছে। কারণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র ব্যক্তি কল্পনা অভাবনীয়। রস এর বক্তব্যের সাহায্যে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে- "We have the watch-words 'Education for social service' and 'Education for Citizenship' which means

that education should be directed in broder, more elastic way to the good of the community"(Ross,1942:42). গান্ধীর 'ব্যক্তি'-ও ছিল সম্প্রদায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা লজ্ঘিত হয় নি। রাষ্ট্র ছিল তাঁর কাছে ব্যক্তি-ইচ্ছার সমন্বিত রূপ। এ রাষ্ট্র সমগ্রতাবাদী রাষ্ট্র নয়। এখানে রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, বরং ব্যক্তিই রাষ্ট্রকে চালনা করবে। তাঁর রাষ্ট্র ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তি।

বর্তমান সময়ে গান্ধীর শিক্ষা দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা:

যে সময় গান্ধী তাঁর শিক্ষা দর্শন নির্মাণ করেছিলেন যে সময়ে সেটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু আমরা জানি সময়ের সাথে সাথে সামাজিক চাহিদা এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। ফলে সামাজিক চাহিদা এবং মূল্যবোধের সাথে শিক্ষার সামঞ্জস্যতা বিধান করা জরুরী। কারণ শিক্ষা হলো ব্যক্তি কিংবা সামাজিক অগ্রগতি সাধনের মূল হাতিয়ার। যার কারণে আমরা এবার দেখব বর্তমান প্রেক্ষাপটে গান্ধীর শিক্ষা দর্শন প্রাসাঙ্গিক কিনা।

আমরা জানি, গান্ধী পরাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি স্বাধীন ভারতকে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারতীয় শিক্ষা ভারতীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠুক। যে শিক্ষার সাথে জীবনের যোগসূত্র নেই তাকে তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলেন নি। তিনি মনে করতেন ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক, যার ভিত্তি হল পুঁথি। কিন্তু পুঁথির বাইরেও ব্যবহারিক, নান্দনিক কিংবা আধ্যাত্মিক দিক আছে মানবজীবনে। যার ফলে তিনি মনে করতেন ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয় যদি কোন একটি বিশেষ দিক বিকশিত না হয়। তাছাড়া গান্ধীর মতে ব্রিটিশ শিক্ষার কবলে পড়ে ভারতবাসী স্বাধীনচিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। এর কারণ হিসেবে তিনি ভাষার প্রতিবন্ধকতাকে দায়ী করেছিলেন। যার কারণে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা সাবর্জনীন হতে পারে নি। তাই তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গান্ধী শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটির দিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা হলো নিত্যদিনের সমস্যা সমাধানের উপায়। তা দারিদ্র হোক কিংবা নিরক্ষরতার সমস্যা হোক। তৎকালীন সময়ে বেকারত্ব জীবনের একটি বড় সমস্যা হিসেবে দাড়িয়েছিল, যা বর্তমান সময়েও প্রতিয়মান। আর এই সমস্যার সমাধান তিনি শিক্ষার মধ্যে খুজেছিলেন। তাই এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি কৃষি ও কুঠির শিল্পকে শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে যুক্ত করেন। জীবনের সাথে জীবিকা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীবনের প্রয়োজনই জীবিকার প্রয়োজন। তাঁর কাছে জীবনের অর্থ ও শিক্ষার অর্থ অভিন্ন। তবে ব্যবহারিক জীবনই একমাত্র জীবন নয় এর সাথে সাথে আধ্যাত্মিক জীবনও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কোন শিক্ষাদর্শন প্রাসঙ্গিক হওয়ার অন্যতম মানদন্ড হলো যথার্থ নাগরিক তৈরী করা। তবে এই যথার্থ নাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। স্থান, কাল, পাত্রভেদে এই যথার্থ নাগরিক হওয়ার অর্থও ভিন্ন হতে পারে। কোন সমাজ যথার্থ নাগরিক বলতে 'সৎ চরিত্রের' অধিকারী হওয়াকে বুঝায়। আবার কোন কোন সমাজ 'কর্মদক্ষতাকে' যথার্থ নাগরিক হওয়ার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করে। যাই হোক না কেন শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা করে এবং

সমাজ, শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার উদ্দেশ্য সাধন করে। শিক্ষাকে উপযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য সাধনেও সহায়ক হবে। যার কারণে শিক্ষা তার প্রাসাঙ্গিকতার দাবী রাখে।

গান্ধীঃ মূল্যবোধ শিক্ষা

মূল্যবোধ শিক্ষা হল আধ্যাত্মিক লক্ষ্য লাভের উপায়। মূল্যবোধের ধারণা ব্যতিরেকে আমরা আধ্যাত্মিকতাকে যথার্থভাবে বুঝতে পারব না। এই মূল্য হল সদর্থক মূল্য যা মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায়, যা সমাজ জীবনে ব্যক্তিকে সৎ মানুষ হিসেবে গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানুষ সামাজিক জীব হওয়ার কারণে সমাজ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগীতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে মানুষ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আধ্যাত্মিক মূল্য যেমন সহনশীলতা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অবজ্ঞা করে। ফলে সমাজে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকভাবে এক ধরনের অবক্ষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবক্ষয় রোধকল্পে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। গান্ধীর শিক্ষাদর্শনে এই মূল্যবোধ শিক্ষার অনেক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অনেক প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আমরা প্রতিনিয়ত খুন, ধর্ষণ কিংবা নানান ধরনের অসৎ কর্মের সম্মুখীন হচ্ছি। এই সকল ঘটনার পিছনে এক ধরনের বস্তুবাদী চিন্তার প্রভাব আছে। কারণ মানুষ জৈবিক বা বস্তুগত চাহিদা পূরণের জন্য নানান ধরনের অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। আর এই অসামাজিক কর্ম হল নৈতিক দৈনতার প্রতিফলন। আর এই দৈন্যতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মূল হাতিয়ার প্রকৃত শিক্ষা তথা মূল্যবোধ শিক্ষা। ব্যক্তির যদি যথার্থ মূল্য শিক্ষা না থাকে তাহলে সে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই পরাভূত হবে। ফলে ব্যক্তির সাথে সাথে সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যথার্থ মূল্যের যদি অভাব থাকে তাহলে ব্যক্তির যথার্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে না। এই বিষয়টিকে খাওয়াজা গোলামস সৌদ্দিন তাঁর 'New Challenges to Education' প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেন এভাবে "The task of education, therefore, is not merely that of turning out first rate technicians and scientists but even more urgently and basically it is the task of training goes men and women, with a quality of goodness which includes both technical efficiency and human efficiency in its broadest sense" (Wasey & Ehsas, 2008: 4). অর্থ্যাৎ যথার্থ মূল্যবোধ শিক্ষা ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরী কারণ মূল্যবোধ শিক্ষা শান্তিপূর্ণ সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি। গান্ধী বারবার মূল্য শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। সমস্ত শিক্ষার সাথে সাথে মূল্য শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা নিয়েও কথা বলেছিলেন। তিনি সকল ধর্মের মূল সত্যকে অর্থ্যাৎ সমস্ত ধর্মের নৈতিক দিকটিকে ধর্মীয় শিক্ষার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মবোধ মানুষের নৈতিক ভিত্তিকে জোরালো করতে পারে। ধর্মীয় শিক্ষার অর্থ হলো নৈতিক শিক্ষা। যা কোন বিশেষ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের শক্তি বর্ধন করে না- এইরূপ ধর্ম শিক্ষাই বর্তমান সময়ে বিশ্বে বেশি প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক। যা গান্ধী তাঁর শিক্ষাদর্শনে উল্লেখ করেছিলেন।

গান্ধী: ব্যক্তির সমন্বিত বিকাশ

ব্যক্তির যথার্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য ব্যক্তির সমন্বিত বিকাশ জরুরী। কোন এক বিশেষ দিকের বিকাশ হলে তাকে যথার্থ বলা যাবে না। যেমন, ব্যক্তির যদি শুধুমাত্র দৈহিক বিকাশ হয় তাহলে মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সে তার দেহকে সুষ্ঠভাবে ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে না। ফলে ব্যক্তির বিকাশের মধ্যে সমন্বয় জরুরী। যে বিষয়টি গান্ধীর শিক্ষাদর্শনে লক্ষ্য করা যায়। গান্ধীর কাছে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের অর্থ হল দেহ, আত্মা ও মনের বিকাশ। এগুলো একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি সমন্বিত বিকাশের কথা বলেছিলেন। তাঁর ভাষায়- "…….an intelligent use of the bodily organs in a child provides the best and quickest way of developing his intellect. But unless the development of the mind and body goes hand in hand with a corresponding awakening of the soul, the former alone would prove to be poor lap-sided affairs" (Gandhi,1953: 44).

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর যথার্থ বিকাশে সহায়তা করে না, এখানে 'আক্ষরিক জ্ঞানদান' এর বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বিক্ষিপ্তভাবে দৈহিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকলেও তার প্রকৃত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ হলো বৌদ্ধিক শিক্ষার সাথে দৈহিক শিক্ষার কোন সমন্বয় নেই। বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিকভাবে পঙ্গ হয়ে পড়েছে। তারা নানা ধরনের নেশার সাথে জড়িয়ে পড়ছে। অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও খাদ্যাভাসের জন্য শারীরিকভাবেও দূর্বল হয়ে পড়ছে। যার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্য শিক্ষার পাশাপাশি দৈহিক ও মানসিক শিক্ষার সমন্বয় বর্তমান সময়ে অনেক জরুরী যা গান্ধীর শিক্ষা দর্শনে লক্ষ্য করা যায়।

গান্ধী: মাতৃভাষা, পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর জীবন

মাতৃভাষার সাথে পরিবেশ ও জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীর জীবন ও পরিবেশের সাথে মাতৃভাষার মাধ্যমেই যোগাযোগ সাধিত হয়। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ, পরিস্থিতির সাথে শিক্ষার্থীর যথার্থ সামঞ্জস্য হয় নি বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। শিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিষয় মনে হয় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়। গান্ধী তাঁর শিক্ষা দর্শনে শিক্ষাকে জীবনের সাথে বারবার সংযোগ সাধনের কথা বলেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন জীবনের সাথে যদি শিক্ষার যোগ থাকে তাহলে শিশু শিক্ষনীয় বিষয়কে তার জীবনধারায় খুজে পায়। তাহলে শিক্ষার প্রতি শিশুর ভালোবাসা তৈরী হবে। শিশু চিত্তের বিকাশের ক্ষেত্রে এই ভালোলাগার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ তা শিশুর শিক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে আরেক গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুর যদি শিক্ষনীয় বিষয়ের এবং পদ্ধতির প্রতি ভালোবাসা তৈরী না হয় তাহলে সেই শিক্ষণ পদ্ধতি ফলপ্রদ হবে না। গান্ধীর এই পদ্ধতি বর্তমানে অধিক প্রাসঙ্গিক।

গান্ধী: সকলের জন্য শিক্ষা

গান্ধীর মতে, সকলকে যদি শিক্ষা দেওয়া না যায় তাহলে তারা প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে না। তিনি সার্বজনীন শিক্ষাদানের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে একদিকে যেমন সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, অন্য দিকে তেমনি সকলের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টিও ছিল। কারণ তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রে

ছিল ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প। তাঁর ভাষায়, “The quality and the usefulness of a national school or college will be measured not by the strength of the national character, and deftness in handling the carding bow, the spinning wheel and the loom. Whilst I am most anxious that no national school or college should be closed, I should have not the slightest hesitation in closing down a school or college that is indifferent to the admission of non-Hindu boys or that shuts its door against the entry of untouchables or that has no carding and spinning as an indispensable part of the training” (Gandhi, 1962:108).

বর্তমান সময়েও গান্ধীর এই নীতিটি অনেক প্রাসঙ্গিক। শিক্ষা কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নয় বরং সবার অধিকার আছে শিক্ষা গ্রহণ করার সেই বিষয়টি নিয়ে এখনও অনেক কাজ হচ্ছে এবং বাস্তবায়ন হচ্ছে নীতিটির।

গান্ধী: প্রাথমিক শিক্ষায় আনন্দের স্থান

গান্ধী প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা না বললেও তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হলো প্রকৃতি। তিনি তাঁর হস্তশিল্প দ্বারা চালিত শিক্ষাকে শিশুর কাছে প্রাণবন্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন ‘তাকলি’র(বাঁশ ও মাটি দিয়ে তৈরী সুতা কাটার যন্ত্র) মাধ্যমে। তাকলি শিশুর কাছে একটি খেলনা হিসেবে বিবেচিত হত, যার মাধ্যমে শিশু শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিরক্ত বোধ করত না। বরং এটি শিশুর জন্য আনন্দের একটি বস্তু ছিল এবং এর মাধ্যমেই শিশু শিখত। তাঁর ভাষায় “The takli was a good enough toy to play with. It was no less a toy because it was a productive toy” (Gandhi,1951:28). আবার তিনি অন্য প্রসঙ্গে বলেন, “…...we can teach our children to make clay toys that are to be destroyed afterwards. That too will develop their intellect” (Gandhi,1951:104). তিনি যে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন তা শিশুকে প্রকৃতির সংস্পর্শে আসতে সাহায্য করত।

তবে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সাথে জীবনের যোগ যেমন সীমিত, তেমনি প্রকৃতির সাথে যোগও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে সাবলীলতার অভাব। এটি এক ধরনের কৃত্রিম শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া। ফলে শিক্ষা শিশু মনের কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটা উপায় হতে পারে, খেলার সাথে সাথে যদি শিক্ষাদান করা যায় তাহলে শিক্ষনীয় বিষয়টি শিশুর কাছে বোঝা না হয়ে আনন্দময় হয়ে উঠবে কারণ শিশু মন লেখা-পড়ার চেয়ে খেলার প্রতি বেশি আগ্রহী। যার ফলে বর্তমান শিশুরা নানান ধরনের মানসিক যে রোগগুলির সম্মুখীন হচ্ছে তা থেকে আমরা অনেকাংশে শিশুকে মুক্ত করতে সক্ষম হব। শিক্ষায় আনন্দের বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে শিশু উৎফুল্ল মনে শিখবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যদি শিক্ষাকে গন্ডিবদ্ধ না করে প্রকৃতির সাথে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। গান্ধীর শিক্ষা দর্শন উপরোক্ত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে। তাহলে আমাদের শিশুরা মানসিকভাবে পঙ্গু হবে না।

গান্ধী: ধর্ম শিক্ষা

গান্ধীর ধর্মশিক্ষা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে না বরং মানুষের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাঁর মতে অহিংসা হল পরমধর্ম। যেখানে অহিংসা থাকে সেখানে ঘৃণা থাকে না, থাকে প্রেম।

মোহিত চক্রবর্তী তার *Value Eduation* গ্রন্থে গান্ধী সম্পর্কে বলেন- "The Gandhian philosophy of value education as emphasized in the role of sayagrahi, an aspirant after truth, waits a worthy revival right now or never. As a matter of fact, the education value of non-violence lies in sticking to the values it essentially stands for the well-being of mankind. It allows one to make a journey against all odds and establish the kingdom of Heaven on Earth with the prized spirit of eternal brotherhood of mankind" (Chakraborty, 2013: 6-7).

গান্ধীর অহিংসার মূল্য মানবতার বিরোধী নয় বরং তা পরিপূরক। অহিংসার সাথে মানবতার কোন বিরোধ নেই বরং তা সহবস্থান করে। ধর্ম হলো এমন একটি বিষয় বা প্রত্যয় যা অনেক বিষয় পূর্বানুমান করে নেয়। মানুষকে উচ্চতর বা পূর্ণ জীবনের সন্ধান দিতে চায়। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব কিছু বিশ্বাস আছে যা সেই ধর্মমতের কাছে জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে চূড়ান্ত সত্য বলে মনে হয়। এটি হল ধর্মমতগুলোর সদর্থক দিক। যা মানুষকে কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত করে। কিন্তু ধর্মমত গুলি যখন এই দিকটিকে অবজ্ঞা করে ধর্মমতের ব্যবসায়িক দিকের গুরুত্ব দেয় তখন একে অন্যের মধ্যে দ্বন্দ হয়। প্রায় প্রত্যেক ধর্মমতই তার বাজার খোজার চেষ্টা করে এবং দ্বন্দে লিপ্ত হয়। তখন মানবতা বিপন্ন হয়, ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই ধর্মীয় মৌলবাদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্র বিরুদ্ধ মতবাদ। কারণ ব্যক্তি ও রাষ্ট্র যদি ধর্মীয় মৌলবাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে তাহলে তা একদিকে যেমন ব্যক্তির উপর আঘাত হানতে পারে, তেমনি রাষ্ট্রের উপরও আঘাত হানতে পারে। ফলে তা ব্যক্তির অগ্রগতির তুলনায় তাকে ধ্বংস করার নেশায় মত্ত হয়ে উঠতে পারে। আমাদের বর্তমান এই বিশ্ব এই সমস্যার জর্জরিত। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হল যথার্থ ধর্মীয় শিক্ষা দান করা যার ভিত্তি হবে মানবতা। যেখানে কোন ধরনের অন্ধ গোঁড়ামী কিংবা ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকবে না। এই অন্ধ গোঁড়ামী ও ভ্রান্তবিশ্বাস রহিত ধর্মশিক্ষাই বর্তমান বিশ্বে বেশি প্রাসঙ্গিক যা গান্ধীর শিক্ষা দর্শনে লক্ষ্যনীয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে গান্ধীর শিক্ষাদর্শন বর্তমান সময়ে বেশ প্রাসঙ্গিক। তবে কিছু বিষয়ে গান্ধীর শিক্ষা দর্শন বাস্তব সম্মত নয়। বিশেষ করে এই বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক সভ্যতাকে আমরা কোনভাবে অস্বীকার করতে পারি না। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কারকে। তিনি মানুষের জীবন থেকে আধুনিক যন্ত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব দূর করার কথা বলেন। কিন্তু আমরা জানি শিক্ষার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক দেশ-কাল অনপেক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞানের এই যুগে, শিক্ষা শুধু বিদ্যাদান করে না, বিদ্যা উদ্ভাবন সৃজনশীলতা ও আবিষ্কারের মধ্য সম্ভবপর হয়। সৃষ্টি ও আবিষ্কার উভয়ই সত্য উৎঘাটন করে, জ্ঞানের জগত সমৃদ্ধ করে। স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানের জগত বর্ধিত না হলে মানুষকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু গান্ধীর শিক্ষাদর্শনে সৃষ্টি ও আবিষ্কার সম্পর্কে কোন সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না।

তাছাড়া গান্ধী তাঁর শিক্ষা দর্শনে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করার ফলে ইংরেজি ভাষাকে পুরোপুরি উপক্ষো করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষাকে কোনভাবে উপেক্ষা করা যায় না। মাতৃভাষার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষা চর্চাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি ভাষা হল যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। যা গান্ধীর শিক্ষাদর্শনে উপেক্ষিত। এমন কি তিনি প্রাথমিক অবস্থায় ইংরেজি ভাষার উপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এসেছিলেন।

তথাপিও গান্ধীর শিক্ষাদর্শন একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাদর্শন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা দর্শনকে গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষা দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহন না করলেও ভারতীয় সমস্যা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে নবরূপে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন আধুনিক শিক্ষাদর্শনকে। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর শিক্ষা দর্শনের অন্যতম স্বাতন্ত্রতা হল হস্ত ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে সকল শিক্ষা দান করা। ফলে তাঁর শিক্ষা দর্শনে একটি সমন্বয়ধর্মী প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। আর এই সমন্বয় সাধিত হয়েছে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও তৎকালীন ভারতীয় সমাজ এর প্রয়োজন সাধনের মধ্য দিয়ে। অর্থ্যাৎ তাঁর শিক্ষা দর্শনে তিনি জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন যা আত্মনির্ভর শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

References

Chakraborty, M. (2013). *Value Education*, Delhi: Kanishka Publications Ltd.

Devadas R. P. & Rajam V., ‘Gandhian Philosophy of Higher Education’in S. Misra(ed.) (2005), *Gandhian Alternative*, Vol-V, Delhi: Concept Publishing Company.

Gandhi, M. K. (1932). *From Yeraveda Mandir*, Trans. V.G. Desai, Ahmedabad: Navajivan Press.

Gandhi, M. K. *Harijan*, 28-7-1946 in R.K. Prabhu (Complied), (1959). Panchayet Raj, Ahmadabad: Navajivan Press.

Gandhi, M. K. *Young India*, 20-1-1926 in R.K. Prabhu (Compiled), (1959). Truth is God, Ahmadabad: Navajivan Press.

Gandhi, M. K. *Young India*, 29-04-1933 in R.K. Prabhu (Compiled), (1947). India of My Dream, Ahmedabad: Navajivan Press.

Gandhi, M.K. *Autobiography*, 1927 in M. Desai Trans, (1953). As Schoolmaster, Chapter-109, Ahmadabad: Navajivan Press.

Gandhi, M.K. *Autobiography*, 1927 in M. Desai Trans, (1953). Training of the spirit, Chapter-111, Ahmadabad: Navajivan Press.

Gandhi, M.K. *Harijan*, 9-10-1937 in J. D. Desai(compiled), (1962). The Problem of Education, Ahmedabad: Navajivan Press.

Misra, S.(ed.) (2005), ‘Foundation of Living, The Principles and Practice of Basic Education’ in *Gandhian Alternative*, Vol-V, Delhi: Concept Publishing Company.

Misra, S.(ed.) (2005), *Gandhian Alternative*, in Basic Education, Vol-V, Delhi: Concept Publishing Company.

Radhakrishnan, S. (1975). ‘Hinduism’ in A.L Basham(ed.), *A Cultural History of India*, Delhi: Oxford University Press.

Ross, J. S. (1942). *Groundwork of Educational Theory*, London: George G. Harrap.

Wasey & Ehsas(eds.). (2008). *Education Gandhi and Man*, Delhi: Shipra Publications Ltd.